পেশাগত অসুস্থতা
অ্যাসবেটসিস আক্রান্ত শ্রমিকের সমর্থনে
নাগরিক সভা

NAGARIK MANCHA

134 Raja Rajendra Lal Mitra Road

Block B Room 7 Kolkata 700 085 Tele : 2373 1921

www.nagarikmancha.org / nagarikmancha@gmail.com

বন্ধু,

তেইশ বছর আগে ঝাড়গ্রাম শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে চিঁচুড়গেড়িয়ায় সুরেন্দ্র খনিজ পাথরভাঙ্গা কলের আদিবাসী শ্রমিকরা পেশাগত রোগ 'সিলিকোসিসে' আক্রান্ত হন। অনেকেই মারা যান। টপ কোয়ার্ক ও নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের শেষে মৃত ও অসুস্থ ত্রিশজন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পান। ই এস আই রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা তৈরি হয়। যদিও মনে রাখতে হবে বাংলায় মোট কর্মজীবি মানুষদের মাত্র ৭ শতাংশ ই এস আই অন্তর্ভুক্ত।

এই রাজ্যে গত বিশ বছরে রেজিস্টার্ড কারখানায় প্রায় চার লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করতে করতে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। মারা গেছেন সাতশোর মত শ্রমিক। ই এস আই আছে এমন শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রতি বছর আড়াইহাজার শ্রমিক প্রতিবন্ধী হিসাবে ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে যুক্ত হন। এখন প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিক পেশাগত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আংশিক প্রতিবন্ধী বা পূর্ণ প্রতিবন্ধী হিসাবে ক্ষতিপূরণ পান। এর মধ্যে চারশোর মত রয়েছে পেশাগত রোগে আক্রান্ত। সংখ্যাটা কম। কারণ রোগ নির্ণয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব। কারখানায় / সংস্থায় নূন্যতম সুরক্ষা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট মানা হয় না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরদারি নেই। সাধারণভাবে শ্রমিক সংগঠনের এই বিষয়ে রয়েছে উদাসীনতা, শ্রমিকরা আজ কারখানা / সংস্থার অভ্যন্তরে অসহনীয় পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের দেওয়া হয় না। কর্তৃপক্ষ যদিও বা দেয়, অনেকক্ষেত্রেই উপযুক্ত সচেতনতার অভাবে শ্রমিকরা তা ব্যবহার করে না। কর্তৃপক্ষ সৃষ্ট চরম অরাজকতা চলছে। সরকারি নজরদারি ও ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে আমার আপনার অজানা অগোচরে চলছে এক অমানবিক ব্যবস্থা। আমরা মনে করি কারখানা / সংস্থার অভ্যন্তরে সৃষ্ট দূষণ/সুরক্ষা নিরাপত্তা না থাকা ও পেশাগত অসুস্থতা একই মুদ্রার দুটো পিঠ। একদল শ্রমিকবন্ধু, উদ্যোগী আইনজীবি, সক্রিয় মানবতাবাদী চিকিৎসকের অক্লান্ত শ্রমে আজ দেশের একাধিক অ্যাসবেসটাস কারখানার কয়েকশো শ্রমিকদের, তাঁদের পরিবারের মানুষদের রোগ নির্ণয় হয়েছে। ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন, হাইডরোডের অ্যাসবেসটস কারখানার ৭০ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের মানুষরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, অ্যাসবেসটসিস পেশাগত রোগে আক্রান্ত হিসাবে। ওয়ার্কাস ইনিসিয়েটিভ এর উদ্যোগে এখনও আক্রান্ত শ্রমিকদের রোগ নির্ণয় ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লড়াই চলছে।

এই অবস্থায় আমরা সহ নাগরিকদের কারখানায় / সংস্থায় আইনসম্মত উপযুক্ত সুরক্ষা, নিরাপত্তা, পেশাগত অসুস্থতার

যথো পযুক্ত চিকিৎসাগত সাহায্য ও ক্ষতিপূরণের দাবীতে সহযোগী হিসাবে পেতে চাই, আমরা চাই, অ্যাসবেটসের মত মানুষদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর উৎপাদনী দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ হোক। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে হাইকোর্টে অ্যাসবেসটস লাগানো নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে আমাদের দাবীতে একই নিষেধাজ্ঞা রাজ্যে এবং দেশের সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হোক বিশ্বের ১৩৪টি দেশে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বলে অ্যাসবেটটস উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হযেছে। ভারতে আজও তা চলছে। আলোচনা উঠুক আন্দোলন হোক এই বিষয় নিয়ে নাগরিক সমাজের নানান স্তর থেকে। এই বিষয় নিয়েই আলোচনা শ্রমিক সমাজবন্ধু, বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শনিবার, বিকাল ৩টায় বিড়লা তারামন্ডল সভাগৃহে।

আপনার সাদর আমন্ত্রণ।

ধন্যবাদ সহ

ওয়ার্কাস ইনিসিয়েটিভ, কলকাতা
কমল তেওয়ারি
৯৯০৩৫৯২০৬৪

নাগরিক মঞ্চ
পবন মুখোপাধ্যায়
৯৮৩১৩১৮২৬৫

নাগরিক সভা

বিষয় পেশাগত অসুস্থতা অ্যাসবেটসিস আক্রান্ত শ্রমিকের সমর্থনে

- তথ্যচিত্র প্রদর্শন একটি ভাঙ্গা ঘরের ইতিকথা (**Plight of a broken nest**)

উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়

- **Breathless**

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, শনিবার, বিকাল ৩টায় বিড়লা তারামন্ডল সভাগৃহে